সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সিনিয়র সচিবের দপ্তর
☐ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ☐ অতিব জরুরি ☐ জরুরি ☐ রুটিন
গ্রহন নং ২০২৭
তারিখঃ ১৭/০৭/১৯
☐ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
☐ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
☐ অতিরিক্ত সচিব (কার্যক্রম)
☐ অতিরিক্ত সচিব (প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবন্ধী)
☐ যুগ্ম সচিব (বাজেট)
সিনিয়র সচিবের স্বাক্ষর
☐ উপস্থাপন করুন
☐ আলোচনা করুন
☐ নিষ্পত্তি করুন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সিনিয়র সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৭

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৮

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ২৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের দুঃস্থ, দরিদ্র, অবহেলিত, অনগ্রসর, সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত, সমস্যাগ্রস্ত, পশ্চাৎপদ ও প্রতিবন্ধী মানুষকে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা এবং আবাসনের ব্যবস্থা করে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা দিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গত তিন বছরে সর্বমোট ৬৪ লক্ষ ৯০ হাজার ভাতাভোগী'র নামে ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। ভাতা ব্যবস্থাপনা পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাইজ করার লক্ষ্যে সকল ভাতাভোগীর ব্যাংক হিসাব নম্বরে ভাতার অর্থ সরাসরি পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ১৬.৫০ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিচয়পত্র প্রদান সম্পন্ন করা হয়েছে। ভাতাভোগীদের অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে ভাতা প্রদানের জন্য ৪টি জেলায় পাইলটিং শেষ হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ১৬ লক্ষ ভাতাগ্রহীতাকে ই-মেপেন্টে ভাতা প্রদান করা হবে। জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ১৫ হাজার ৫০১ টি সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে ৭৮ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে এবং ২৩ হাজার ৪৪৬ জন দরিদ্র, অসহায়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে মোট ১৭ কোটি ৩১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দেশের ৬৪ টি জেলার ১০৩ টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিনামূল্যে প্রায় ৪১ লক্ষ ৪ হাজার টি চিকিৎসা ও থেরাপি সেবা এবং প্রায় ৩৪ হাজার সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, সুবিধাভোগীদের একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল তথ্যভান্ডারের আওতায় আনয়ণ এবং ই-সার্ভিসের (ই-পেমেন্ট) মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প সময়ের মধ্যে দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে সুবিধাভোগীদের দোরগোড়ায় কাঙ্ক্ষিত মানের সেবা পৌঁছে দেয়া। সুবিধাভোগী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে Targeting Error হ্রাস করাও মন্ত্রণালয়ের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। নিবন্ধন প্রাপ্ত প্রায় ৬২ হাজার স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা'র কার্যক্রমের যথাযথ পরিবীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

সেবাদানে শুদ্ধাচার অনুশীলন নিশ্চিতকরণ, ইনোভেশনকে উৎসাহিত করা, সেবাগ্রহিতার পরিতৃপ্তির জন্য কার্যকর পরিষেবা প্রদান এবং সেবা প্রদান পদ্ধতিকে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটালাইজ করা হবে। ২০২০ সালের মধ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের সকল সেবাগ্রহীতার একটি সমন্বিত ডিজিটাল তথ্য ভান্ডার তৈরি সম্পন্ন করা হবে। ২০২০ সালের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিকাশমান কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ৪৪ লক্ষ ব্যক্তিকে বয়স্কভাতা, ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার জনকে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা এবং ১৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ব্যক্তিকে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ও ৯৪ হাজার ৫০০ জন প্রতিবন্ধী শিশুকে উপবৃত্তি প্রদান;
- সমাজের বিশেষ শ্রেণি বিশেষতঃ হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪৪০০ ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ, ৪২,৫০০ ব্যক্তিকে বিশেষ ভাতা ও ২০,৩৫০ শিশুকে শিক্ষা বৃত্তি চালুর মাধ্যমে ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়ন সাধন;
- প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপের কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডারে সংরক্ষিত ১৬.৫০ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য বিশ্লেষণ করে তাদের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে; এবং বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন বাস্তবায়ন;
- ৬৪ টি জেলায় আউটলেট স্থাপন ও ০৮ (আট) টি বিভাগীয় শহরে মৈত্রী শিল্পের শো-রুম কাম সেলস সেন্টার গড়ে তোলার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সিনিয়র সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ২০১৯ সালের জুলাই মাসের ১৩ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: